দৈনিক জনকণ্ঠ

২৩/১১/২০০১

তারিখ ... পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৩

ভার্সিটি দখল!

এখনও উত্তেজনা ॥ দখল করলে করেছি, হয়েছে কি? –পিন্টু

স্টাফ রিপোর্টার ॥ বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির অবৈধ দখল নিয়ে এখনও উত্তেজনা বিরাজ করছে। বিএনপির এমপি নাসিরউদ্দিন পিন্টু দলবল নিয়ে শনিবার এটি দখল করে নেন। লেখাপড়ায় তিনি নিজে বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডি অতিক্রম না করলেও গায়ের জোরে হয়েছেন এই ইউনিভার্সিটির প্রধান উপদেষ্টা। দখলের পর থেকে সেখানে পাহারা দিচ্ছে দলীয় ক্যাডাররা। পিন্টু নিজেও দখলের দায় স্বীকার করে বলেছেন, 'দখল করলে করেছি, তাতে কি হয়েছে'? অভিযোগ করা হয়েছে, তাঁর লোকজন অস্ত্রের মুখে ক্যাম্পাস থেকে শিক্ষক ও কর্মচারীদের বের করে দিয়েছেন। ধানমণ্ডি থানায় এ নিয়ে জিডিও হয়েছে।

রাজধানীর ঝিগাতলায় অবস্থিত দেশের বেসরকারী এই বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কয়েক বছর আগে। তবে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এর অনুমোদন দেয় গত বছর। এক হাজার ছাত্রছাত্রীর এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক হন ড. এবিএম মফিজুল ইসলাম। হাজী মকবুল হোসেন নির্বাচিত হন চেয়ারম্যান হিসাবে। জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে এটি দখলের চক্রান্ত শুরু হয়। তার অংশ হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের বেতন-ভাতা ব্যাংকের বদলে নগদে নিয়ে আত্মসাত করা হয় লাখ লাখ টাকা। এর পর

(১১ পৃষ্ঠা ১-এর কঃ দেখুন)

ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি দখল হয়ে যাওয়ার পর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতির নাম রং দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়েছে, পাশে ভার্সিটি ভবন —জনকণ্ঠ

ভার্সিটি দখল! (১২-এর পাতার পর)

বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েক শিক্ষক ও কর্মচারীকে বের করে দেয়া হয় অস্ত্রের মুখে। সর্বশেষ গত শনিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিটির বদলে গঠন করা হয় নতুন কমিটি। আওয়ামী লীগ নেতা হাজী মকবুল হোসেনকে কমিটি থেকে সরিয়ে ড. এমআই পাটোয়ারীকে চেয়ারম্যান করা হয়। আর উপদেষ্টা হন এমপি নাসিরউদ্দিন পিন্টু নিজেই। বিএনপি এমপির এভাবে বিশ্ববিদ্যালয় দখল নিয়ে পুরো ক্যাম্পাসে শুরু হয় আতঙ্ক। সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা তাদের শিক্ষার ভবিষ্যত নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। অনেকে প্রতিষ্ঠান ছেড়ে দেয়ার চিন্তাও করছে। শিক্ষকদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ে আতঙ্ক।

সোমবার সেখানে গিয়ে দেখা গেছে, কয়েক যুবক ক্যাম্পাসের বাইরে দাড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে। তাদের আচরণ সন্দেহজনক। এসব যুবক জানায়, কেউ যদি এটি দখল করতে আসে সেই আতঙ্কে এই পাহারা। তবে হাতে অস্ত্র কেন জানতে চাইলে যুবকরা জানায়, কেউ এলে তো আর তাকে খালি হাতে ফিরিয়ে দেয়া যাবে না। ক্যাম্পাসের কর্মচারীরা বলেছে, এই সব যুবক আগে ছিল ভিতরে, সোমবার পত্রিকায় রিপোর্ট প্রকাশের পর বাইরে এসেছে। এরা সবাই এমপির ক্যাডার বলেই পরিচিত। তাদের ভয়ে অনেক ছাত্রছাত্রী আর ক্যাম্পাসে আসতে চায়নি। ছাত্রছাত্রীদের ক্ষোভ পিন্টু নিজে বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডি অতিক্রম না করেও তিনি হয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপদেস্টা।

বিএনপির এমপি নাসিরউদ্দিন পিন্টু নিজেও দখলের কথা স্বীকার করেছেন। তিনি জনকণ্ঠকে বলেন, দখল করলে করেছি তো কি হয়েছে?

আওয়ামী লীগের সাবেক এমপি হাজী মকবুল এ ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি আইনের আশ্রয় নেব।